যুগান্তর

তারিখ: 14 NOV 2012
পৃষ্ঠা: ২০ কলাম: ৪

কাল মন্ত্রণালয়ে সভা

শিক্ষা আইনের খসড়ায় অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধে দিকনির্দেশনা নেই

মুশতাক আহমদ

দেশের ইতিহাসে এই প্রথম একটি 'শিক্ষা আইন' প্রণীত করতে যাচ্ছে সরকার। কিন্তু প্রস্তাবিত ওই আইনে বেশকিছু ইতিবাচক দিক থাকলেও সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ দিকও রয়েছে। এমনকি এতে দ্বৈত প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরির মতো বিধানের প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি স্কুল পরিচালনা পর্ষদ, এমপিও বণ্টন, প্রতিষ্ঠান অনুমোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে অনিয়ম দুর্নীতির রাজত্ব রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে কোন দিকনির্দেশনা নেই। এ কারণে এটি নিয়ে ইতিমধ্যে বিতর্ক উঠেছে। পুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ীরা আইনের সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ধারা বাতিলের জোর দাবি তুলে বলেছেন, ওইসব ধারা সংবিধান ও মৌলিক মানবাধিকার পরিপন্থী। প্রস্তাবিত ধারাগুলো বাদ না দিলে দেশের অন্তত ৩০ লাখ মানুষের রুজি-রুটি বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হবে। এ দাবিতে তারা ইতিমধ্যে রাজধানীতে কয়েকবার বিশাল মানববন্ধনও করেছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যেই খসড়া আইনটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে [illegible]

নেই : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম

নেই : শিক্ষা আইনে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আগামীকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক বসছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনে শিক্ষা আইন খুবই জরুরি। বিষয়টি অনুধাবন করেই আইন তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। খসড়া তৈরি হয়েছে। সবার মতামতের পরিপ্রেক্ষিতেই সেটি চূড়ান্ত হবে। তিনি আরও বলেন, নোট-গাইড শিক্ষার্থীদের মেধা ধ্বংস করে। তাই সহজে পাস করার পথ তৈরি করে, এমন কোন বইপত্র সরকার সহ্য করবে না। তবে এটা ঠিক, তারা শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতা চর্চার পক্ষে। সৃজনশীলতার পক্ষে সহায়কের প্রকাশনাই তারা উৎসাহিত করবেন। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত আইনে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা দেখভালের জন্য অধিদফতরের পাশাপাশি প্রধান শিক্ষা পরিদর্শকের পদের প্রস্তাব করা হয়েছে। একইভাবে মাধ্যমিক স্তরে 'প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক'-এর কার্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এর ফলে দ্বৈত প্রশাসনিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে।

আইনে বলা হয়েছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অনুমতি ছাড়া মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাক্রমে অতিরিক্ত হিসেবে কোন বিষয় বা পুস্তক অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। একইসঙ্গে নোট-গাইড প্রকাশ এবং তার বিজ্ঞাপন প্রকাশের বিরুদ্ধেও বিধান করা হয়েছে। প্রকাশকরা এই ধারার প্রতিবাদ করেছেন। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আলমগীর সিকদার লোটন বলেন, বর্তমান অত্যাধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে দেশে কেউ নোট-গাইড প্রকাশ করছেন না। মূল বইয়ের অনুশীলনীর সমাধানের নাম নোট-গাইড। কিন্তু সৃজনশীল পদ্ধতিতে তা সম্ভব নয়। তারা 'অনুশীলন গ্রন্থ' প্রকাশ করছেন মাত্র। আর অক্সফোর্ডসহ সারাবিশ্বেই এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। কেননা, এসব গ্রন্থ মূল টেক্সটের সঙ্গে মিল নেই। তাই সরকারকে ওই শব্দগুলো বাদ দিয়ে 'অনুশীলন গ্রন্থ' শব্দ আইনে বসিয়ে এর বিধান ইতিবাচকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে অথবা একেবারেই বাতিল করা উচিত। আরেক নেতা শ্যামল পাল বলেন, সরকার বর্তমানে বিনামূল্যে বই দিচ্ছে। ২০১৩ সাল থেকে ব্যাকরণ ও রচনাও বিনামূল্যে বিতরণ করবে। এটা ইতিবাচক কিন্তু যেহেতু অত্যাধুনিক সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করেছে সরকার, তাই আইনে এই ধরনের বিধান অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতাকে নিরুৎসাহিত করা হবে। এটা ঠিক হবে না। তিনি বলেন, এই শিল্পে প্রকাশক, বিক্রেতা, বাইন্ডার, মুদ্রণকারীসহ অন্তত ৩০ লাখ মানুষ জড়িত। তাদের রুজি-রুটির কথা মাথায় রাখতে হবে।

আইনে পরিচালনা পর্ষদের বিধান সম্পর্কে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সারাদেশে ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক ও ২৬৯টি সরকারি কলেজ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। এমন দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা আইনে এ ব্যাপারে বিকল্প বা কোন নতুনত্ব আনা হয়নি। এর বাইরে বেসরকারি শিক্ষা [illegible] নে এমপিও সংক্রান্ত বড় ধরনের ঘাপলা ও অনিয়ম রয়েছে। আইনে সেটিরও কথা উল্লে[illegible]ই।

উচ্চশিক্ষা শেষে বড় বড় [illegible]তে যোগদানের ক্ষেত্রে গ্রাজুয়েটদের বিশেষভাবে ইংরেজির দক্ষতা নিয়ে দুর্বলতার কথা ব[illegible]রে চলে আসছে। আইনে বাংলাকে গুরুত্ব দেয়া হলেও বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা[illegible]যুগে প্রতিযোগিতায় দেশকে এগিয়ে নিতে ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে কেবল ইং[illegible] বিষয় পড়ানোর কথা বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিষয়টি বর্তমানে অনেক বিশ্ববিদ্যা[illegible] চালু রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানসম্মত গ্রাজুয়েট মিলছে না। এ কারণে বহুদিন ধরে সেমিস্টার ভিত্তিতে একটি-দুটি করে কোর্স ইংরেজিতে পড়া বাধ্যতামূলক করার দাবি উঠছিল। এর ফলে ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়ার নিশ্চয়তা হতো বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। এতে স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতর এবং কারিগরি অধিদফতরের কথা বলা হলেও এতে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর কিংবা লাগামহীন ইংরেজি মাধ্যমের বিদেশী স্কুলের নিয়ন্ত্রণের কথা বলা নেই। বাংলাদেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, এর শাখা, ক্যাম্পাস বা কি-বছর বিদেশে ভর্তির নামে যে হাজার হাজার শিক্ষার্থী স্টুডেন্ট কনসালট্যান্টদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে, তাদের ব্যাপারে কোন বিধান নেই। তবে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য ফি যৌক্তিক হারে নির্ধারণের জন্য 'রেগুলেটরি কমিশন' গঠন ও প্রাইভেট এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা পদ্ধতির সামঞ্জস্য আনা বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। একইসঙ্গে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও 'শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' গঠনের কথা রয়েছে। বিষয়গুলোকে ইতিবাচক বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া আইনে দেশের পুরো শিক্ষাব্যবস্থায় সব অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কারাদণ্ড ও আর্থিক দণ্ডের মতো কঠোর বিধান রাখাকেও ইতিবাচক বলেছেন তারা।

শিক্ষা প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, শিক্ষা আইনটি এমন হওয়া উচিত, যাতে শিক্ষা বিভাগ বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার আইন ও বিধি-বিধানের সঠিক নির্দেশনা থাকবে। শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, শিক্ষা আইনের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, খসড়া আইনে কোচিং বন্ধের কথা রয়েছে। কিন্তু চাকরি জাতীয়করণ না করে এ ধরনের বিষয় আইনে অন্তর্ভুক্ত করা বুমেরাং হবে। আর যে আইন বাস্তবায়ন করা যাবে না, তা না করাই ভালো। শিক্ষক নেতা ও কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু বলেন, শিক্ষা বোর্ড থাকার পরও শিক্ষা পরিদর্শকের দফতর তৈরির মাধ্যমে দ্বৈত প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরি হবে। এর ফলে শিক্ষাবিষয়ক কাজে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। মুদ্রণ শিল্প সমিতির সাধারণ সম্পাদক আ ম ম শাহ আলম বলেন, সরকার যাকে নোট-গাইড বলছে তা আসলে প্র্যাকটিস বুক। যত বেশি এ ধরনের বই আসবে শিক্ষার্থীরা তত উপকৃত হবে। তাই সরকার এ নিয়ে যে আইন করবে তা হবে কালাকানুন। প্রকাশক ও মুদ্রণকারীরা তা প্রতিহত করবে।